Babur's liberalism in matters of religion is also attested to by his fondness of painting, music and dance, and poetry which were all frowned upon by the orthodox elements. Babur praises Bihazad, the master painter at the court of Baisanqar Mirza at Herat and established a school of painting at Kabul. In addition to the verses interspersed in his *Memoirs*, he wrote a *Diwan* in Turkish. He also prepared a versified version of the famous work *Waladiyah Risala* of Shaikh Ubaidullah Ahrar. He was also in touch with famous poets of the time, such as Ali Sher Navai.

Babur's *Tuzuk* or Memoirs is rightly classified as a classic of world literature. Written in Chaghtai Turkish, his chaste style made him, along with Ali Sher Navai, the founder of modern Uzbeki Turkish. Not only do the *Memoirs* throw a flood of light on contemporary affairs, but they show Babur as one who was keenly interested in nature. Thus, he depicts in detail the fruits, flowers, animals and products of India, and comments on its social life and customs. He provides similar information about the other countries he spent time in — Farghana, Samarqand, Kabul etc. He draws skilful, thumbnail sketches of contemporaries, including their good and bad points. He does not spare himself in the process. Thus, he depicts his father, Umar Shaikh Mirza, as

Net '17

He noticed, villagers collecting data-toddy liquor in the Chambal valley & he describes the methods of extracting this as well as tari proper.

"short and stout rounded bearded and fleshy-faced" with a tunic so tight it was ready to burst. Another was Shaikh Mirza Beg, Babur's first guardian. There was no greedier Shaikh than him in Umar Mirza's presence, but "he was a vicious person and kept catamites." He says that this vicious practice was very common in his times. Babur was free from it, but he admits that when he was in Samarqand in 1499, he was maddened and afflicted for a boy in the camp bazar. Babur also freely recounts how on occasions he returned to camp dead drunk. But Babur always took the task of rulership very seriously. As he wrote to Humayun towards the end of his life, "No bondage equals that of sovereignty; retirement matches not with rule."

Thus, Babur introduced a new concept of the state which, resting on the Turko-Mongol theory of suzerainty, based itself on the strength and prestige of the Crown, absence of religious and sectarian bigotry, and the fostering of fine arts and the promotion of culture in a broad perspective. This included the *hamams* (public and private baths), and gardens with running water of which he was very fond. Thus, he set an example, and provided a direction of growth for his successors.

Babur was very solicitous of women, particularly those related to him. Babur's mother, Qutlugh Nigar, was a direct descendent of Chingiz Khan, and well educated. She was a close advisor to Babur. When Babur was wandering aimlessly after losing Samarqand and ousted from Farghana, she fired his imagination by recounting stories of Timur's conquests in India. Maham, his chief wife was also an advisor. Babur's sister, Khanazad Begum whom he had to marry to his rival, Shaibani Khan, after his defeat at Samarqand, was welcomed by him after a separation of 10 years during which she was divorced a number of times and widowed. He looked after his other sisters as well. While in Afghanistan Babur strengthened his position by marrying women from royal or noble families, as also from diverse ethnic families, such as Dildar Begum from the Yusufzai clan. Her son Humayun was adopted by Maham Begum who played a definite role in his succession to the throne.

তবে সমকালীন ইতিহাস রচনায় অন্যদের উৎসাহিত বা সহায়তা করার ব্যাপারে তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল।

মুঘল আমলের ইতিহাসমূলক সাহিত্য হিসেবে সম্রাট বাবর রচিত *'তুজুক-ই-বাবরী'* (বাবরের স্মৃতি) বা *'বাবরনামা'*-র নাম প্রথমে উল্লেখ করা যায়। জীবনীগ্রন্থ হলেও এই গ্রন্থের লিখন-পদ্ধতি ও বিষয়বস্তু ছিল ইতিহাসমূলক। তুর্কীভাষায় রচিত এই গ্রন্থটির মাঝে মাঝে কিছু ছেদ আছে। তৎসত্ত্বেও অত্যন্ত গতিশীল ধারায় লেখা এই পুস্তক এত জনপ্রিয় ছিল যে, তা চারবার

ফার্সীতে অনূদিত হয়েছিল। অনুবাদক ছিলেন *জৈন খাঁ পেয়ান্দা হাসান, আব্দুর রহিম খান* এবং *মীর আবু তালিব*। শেষ তিনটি অনুবাদ যথাক্রমে হুমায়ুন, আকবর ও শাহজাহানের আমলে সম্পন্ন হয়েছিল। ইংরেজীতে অনুবাদ হয়েছে চারবার। এগুলির মধ্যে *শ্রীমতি এ. এস. বিভারেজ* (A. S. Beveridge)-এর অনুবাদটি বেশি নির্ভরযোগ্য। বাবর এই গ্রন্থে হিন্দুস্থানের প্রাকৃতিক সম্পদ ও সৌন্দর্যের বিবরণ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, মুঘল সরকারের সামরিক ও প্রশাসনিক নীতি প্রভৃতি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। সদ্য আগত বিদেশী লেখক হিসেবে এই দেশের ভাষা কৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর সীমাবদ্ধতা থাকা ছিল স্বাভাবিক। এই দুর্বলতার কথা তিনি এই গ্রন্থে অকপটে স্বীকার করেছেন। তথাপি ভারতের প্রকৃতি, পরিবেশ, শিল্প-সংস্কৃতি, কৃষি-উৎপাদন এবং রাজনৈতিক পরিকাঠামো সম্পর্কে তিনি যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন, তা মধ্যযুগে বা আধুনিক যুগে আগত যে-কোন পর্যটকের বিবরণ থেকে অনেক বেশি সম্পূর্ণ ও বিশ্বাসযোগ্য। তাই ঐতিহাসিক *এ. এল. শ্রীবাস্তব* বলেছেন : *"ছোটখাট কিছু ত্রুটি বা অপূর্ণতা সত্ত্বেও এই গ্রন্থকে ভারতের ষোড়শ শতকের তৃতীয় দশকের অন্যতম নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান (most authentic and valuable authority on the history) ইতিহাস বলে গণ্য করা যায়।"* *এলফিনস্টোন* এটিকে বলেছেন : *"almost the only piece of real history in Asia."* আবার *স্টেনলি লেনপুল* (Lane-pool) উচ্ছ্বসিত হয়ে লিখেছেন : *"অপরাপর তথ্য দ্বারা সমর্থন ছাড়াই কোন বিবরণকে যদি ঐতিহাসিক সত্য বলে মেনে নিতে হয়, তাহলে বাবরের জীবনস্মৃতির নামই সর্বপ্রথম গ্রহণ করতে হবে।"* তাঁর ভাষায় : *"If ever there was a case when the testimony of a single historical document, unsupported by any other evidence, should be accepted as sufficient proof, it is the case with Babar's memories."*

বাবরনামা'র অনন্য বৈশিষ্ট্য হল যে, লেখক কোন কিছুর বর্ণনা প্রসঙ্গে যেমন অতিরঞ্জন করেননি, তেমনি বক্তব্যটিকে সুখপাঠ্য করার জন্য কৃত্রিমতার আশ্রয় নেননি। তাঁর লিখন-পদ্ধতি ছিল ঋজু, সহজ, জীবন এবং চিত্রবৎ স্পষ্ট।

(খ) বাবরের রাজত্বকালের শেষাংশ এবং হুমায়ুনের রাজত্বের প্রথম তিন বছরের ইতিহাস জানার জন্য *'তারিখ-ই-রশিদি'*, *'হাবিব-উস্-সিরর'* এবং *'হুমায়ুন-নামা'* গ্রন্থগুলি গুরুত্বপূর্ণ। *'তারিখ-ই-রশিদির'* লেখক বাবরের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মীর্জামহম্মদ হায়দার দৌলত। ১৫৫১ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত এই গ্রন্থে লেখক স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা সামরিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বিশেষত আফগানদের সাথে বাবর ও হুমায়ুনের সংগ্রামের কাহিনী সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করেছেন। পরবর্তী গ্রন্থ দুটির লেখক প্রখ্যাত ঐতিহাসিক *খোন্দ আমির*। এগুলিতে হুমায়ুনের রাজত্বের প্রথম তিন বছরের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সমকালীন আর একটি উল্লেখযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থ হল মীর্জা বরখারদার রচিত *'আহসান-উস্-সিয়ার'*। এই গ্রন্থে বাবরের সাথে পারস্যের সম্পর্কের বিস্তারিত বিবরণ আছে। এই বিষয়ে সমৃদ্ধ আরো দুটি মূল্যবান গ্রন্থ হল মহম্মদ শালী কর্তৃক তুর্কী ভাষায় রচিত *'সাইবানিনামা'* এবং ইস্কান্দার মুন্সীর ফার্সী ভাষায় রচিত *'তারিখ-ই-আলমারই আব্বাসি'*।

(ঘ) উপরিলিখিত গ্রন্থগুলি ছাড়াও হুমায়ুনের রাজত্বকালের ঘটনাবলী সম্পর্কিত একাধিক গ্রন্থ

'Qanun-i-Humaym' shows Humayun's interest astronomy & astrology.

রচিত হয়েছিল। সমসাময়িক কালে রচিত গিয়াসুদ্দিন আমীর-এর *'কানুন-ই-হুমায়ুনী'* (১৫৩৪ খ্রীঃ) থেকে তাঁর রাজত্বকালের প্রথম পর্বের ইতিহাস জানা যায়। সম্রাট আকবরের উৎসাহ ও উদ্যোগে তাঁর পিতার রাজত্বকাল সম্পর্কে একাধিক ইতিহাসমূলক সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছিল। ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত এই ধরনের দুটি মূল্যবান গ্রন্থ হল বাবর-দুহিতা গুলবদন বেগম রচিত *'হুমায়ুন-নামা'* এবং জওহর আফতাবচি রচিত *'তাজকিরাত-উল্-ওয়াকিয়াত'*। হুমায়ুন-নামা গ্রন্থে বাবর ও হুমায়ুনের ব্যক্তি-জীবনের খুঁটিনাটি তথ্য বিবৃত হয়েছে। সম্রাটদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনযাপন পদ্ধতি, নিকট আত্মীয়বর্গের সাথে সম্পর্ক, অভ্যাস ও চালচলন ইত্যাদি বিষয়ে এই গ্রন্থটি একটি মূল্যবান উপাদান। জওহর ছিলেন হুমায়ুনের ব্যক্তিগত অনুচর এবং সুখদুঃখের সঙ্গী। তাই তাঁর গ্রন্থেও প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। তবে বহুকাল পরে এবং কেবলমাত্র স্মৃতি থেকে এই গ্রন্থ রচিত হবার ফলে এতে কল্পনার প্রাবল্য থাকা অস্বাভাবিক নয়। পাটনার খুদাবক্স গ্রন্থাগার এবং উদয়পুরের সরস্বতী ভবন গ্রন্থাগারে এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। হুমায়ুনের আর এক কর্মচারী বায়াজিদ খাঁ রচিত *'তারিখ-ই-হুমায়ুন'* গ্রন্থ থেকেও তাঁর রাজত্বকালের বহু ঘটনা জানা যায়। বিল্বগ্রামের যুদ্ধের পরবর্তীকালে রাজ্যচ্যুত অবস্থায় হুমায়ুন কয়েকটা বছর কাটিয়েছিলেন পারস্যে। পারস্যের শাহ তহমাস্প রচিত (১৫৭২ খ্রীঃ) *'তাজকিরাত-ই-তহমাস্প'* গ্রন্থ থেকে প্রবাসে হুমায়ুনের জীবন ও কার্যকলাপ সম্পর্কে নানা তথ্য জানা যায়।

আকবরের রাজত্বকালকে *'মুঘল সাহিত্যের সুবর্ণ যুগ'* বলা যায়। আকবরের রাজত্বকালে যেসব সাহিত্য-কর্ম হয়েছিল তাদের ইতিহাসমূল্য অপরিসীম। এযুগে রচিত অধিকাংশ গ্রন্থকে ইতিহাসসাহিত্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া যায়। এগুলির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল আবুল ফজল রচিত গ্রন্থগুলি। এছাড়া *নিজামউদ্দিন আহমদ, আব্দুল কাদির বদাউনি, এনায়েতউল্লাহ মোল্লা দাউদ, আব্দুল বাকি,* বহু জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিত মুঘল আমল সম্পর্কিত গ্রন্থ রচনা করে ইতিহাসের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। অবশ্য ইতিহামূলক নয় অথচ সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ এমন কবিতা বা প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রেও আকবরের রাজত্বকাল স্মরণীয় হয়ে আছে। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম হল *গিজালি, ফৈজী, হুসেন নাজিরি* প্রমুখ।

আকবরের রাজত্বকাল সম্পর্কিত সর্বাধিক প্রাচীন গ্রন্থ হল হাজী মহম্মদ কান্দাহারী রচিত *'তারিখ-ই-আকবরশাহী'* (১৫৮০ খ্রীঃ)। আকবরের রাজস্ববিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মী কান্দাহারী এই গ্রন্থে আকবরের ব্যক্তিত্ব ও প্রশাসন সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

আকবরের তথা মুঘলযুগের ইতিহাস-গ্রন্থকার হিসেবে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য নামটি হল *আবুল ফজল আল্লামি*। প্রখ্যাত সুফী সাধক শেখ মুবারকের স্বনামখ্যাত এই পুত্র ১৫৫১ খ্রীষ্টাব্দে আগ্রায় জন্মগ্রহণ করেন। আরবদেশীয় পিতা ও পারসিক মাতার দ্বিতীয় সন্তান আবুল ফজল বাল্যকাল থেকেই নানা গুণের পরিচয় দেন। কুড়ি বছর বয়সেই তিনি পণ্ডিত হিসেবে খ্যাত হন। পরবর্তীকালে জ্ঞানবত্তার স্বীকৃতি হিসেবে তিনি 'আল্লামী' উপাধিতে ভূষিত হন। আকবর তাঁর এই গুণী সুহৃদকে পাঁচ হাজারী মনসবদারী দিয়ে সম্মান জানান। সম্ভবত আবুল ফজলের ওপর সম্রাটের গভীর আস্থা যুবরাজ সেলিমকে ক্ষুব্ধ করেছিল। তাই ঈর্ষান্বিত সেলিমের নির্দেশে বীর সিং বুন্দেলা গোয়ালিয়রের নিকটে সরাইবীর নামক স্থানে এক অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে

আবুল ফজলের প্রাণনাশ করেছিলেন (১৬০২ খ্রীঃ)। তাঁর এইরূপ মৃত্যুতে ব্যথিত হয়ে *আকবর* বলেছিলেন ঃ *"সেলিম যদি সম্রাট হতে চেয়েছিল তবে আবুল ফজলকে না মেরে আমাকে হত্যা করল না কেন?"*[১] মুঘল-ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ এই লেখক একাধারে ছিলেন কবি, সাহিত্যিক, ইতিহাসবিদ্, সমালোচক ও দার্শনিক। ইতিহাসবিদ্ হিসেবে তাঁর মন ছিল সদা উন্মুক্ত। সম্রাট আকবরের প্রিয় বন্ধু ও সভাসদ্ হিসেবে সম্রাটের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকলেও, ইতিহাসবিদ্ হিসেবে তার দৃষ্টি ছিল নিরপেক্ষ। *ঈশ্বরীপ্রসাদের* ভাষায় ঃ *"An important feature off his works lies in the purity of their contents. A Sufi by conviction, ready to embrace truth where ever found and eager in the quest of Knowledge."* বিরল উপমা-সহ অলংকারবিশিষ্ট ও জটিল অর্থবাহী গদ্য রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। সম্ভবত বুখারার শাসক *আবদুল্লা উজবেগ*-এর একটি উক্তি থেকে আবুল ফজলের কলমের জোর অনুধাবন করা যায়। তিনি প্রায়শই বলতেন, *"আমি আকবরের তীরকে ততটা ভয় করি না, যতখানি ভয় করি আবুল ফজলের কলমকে।"* বস্তুতই আবুল ফজলের লেখনীতে তথ্য ও রস সাঙ্গীকৃত হয়ে ইতিহাস-সাহিত্যকে সজীব করে তুলেছে।

আবুল ফজলের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ও মূল্যবান দুটি গ্রন্থ হল—(১) *'আকবর-নামা'* এবং (২) *'আইন-ই-আকবরী'*। আকবরনামা'র প্রথম খণ্ডে তৈমুর থেকে হুমায়ুন পর্যন্ত রাজপরিবারের কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড আকবরের রাজত্বকালের নানা কাহিনীতে পরিপূর্ণ। দ্বিতীয় খণ্ডে আকবরের সিংহাসনারোহণ থেকে সতের বছরের ইতিহাস বর্ণিত আছে। এবং তৃতীয় খণ্ডে (১৬০২) খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আকবরের রাজত্বকালের ঘটনাবলী তুলে ধরা হয়েছে। আকবরনামা'র রচনাভঙ্গি বেশ জটিল ও অলংকারবহুল। তাছাড়া সম্রাটের সাথে বন্ধুত্ব ও আনুগত্য তাঁকে মাঝে মাঝে অপ্রিয় সত্যভাষণ থেকে সরে থাকতে বাধ্য করেছে। তবে ইতিহাসের ঘটনাক্রম যথাযথভাবে অনুসরণ করার কাজে লেখক অনেকটাই সফল ছিলেন। আকবরনামার দুর্বলতা অনেকটাই কেটে গিয়েছে *'আইন-ই-আকবরী'*র রচনায়। আকবরনামা যদি প্রধানত রাজপরিবারের কাহিনী হয়, তাহলে 'আইন-ই-আকবরী' ছিল সমকালীন ভারতের আর্থ-রাজনৈতিক ইতিহাস। পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই গ্রন্থে আকবরের আমলে ভারতের রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থার বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে রাজসভা, রাজকোষ, খাদ্যদ্রব্য, শিল্পকলা ; দ্বিতীয় অধ্যায়ে সরকারি কর্মচারী, সেনাবাহিনী ও আমোদপ্রমোদ ; তৃতীয় অধ্যায়ে বিভিন্ন ভৌগোলিক বিবরণ, ভূমিব্যবস্থা ও দিন-ই-ইলাহী মতবাদের বিবরণ ; চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে আকবরের নানা উক্তি, মন্তব্য, সমালোচনা ইত্যাদি বর্ণিত আছে। ভারতের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের উপাদান হিসেবে আইনী গ্রন্থটির মূল্য অপরিসীম। সরকারি নথিপত্রের বহুল প্রয়োগ দ্বারা তিনি এই গ্রন্থকে ইতিহাসগত ভিত্তি দিয়েছেন। সমকালীন রাষ্ট্রনীতি, শিক্ষা-সাহিত্য, ধর্মবিশ্বাস, সামাজিক রীতি-নীতি, বৈদেশিক সম্পর্ক ইত্যাদি রাষ্ট্রজীবনের কোন দিকটাই এখানে অনালোচিত থাকেনি। গ্রন্থটির ইতিহাসমূল্য অনুধাবন করেই এটিকে নানা ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ ইংরেজী অনুবাদক হিসেবে *H. Blockmann* এবং *H. S. Jarret*-এর নাম স্মরণীয়। প্রকৃতপক্ষে আকবরের আমলের ভারতবর্ষকে জানার জন্য

---

১. *আইন-ই-আকবরী (অনুঃ)—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।*

এই দুটি খণ্ডের ঐতিহাসিকমূল্য অপরিসীম। এখানে লেখক ঘটনাবলীর ধারাবাহিক বিবরণ যেমন লিপিবদ্ধ করেছেন, তেমনি গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সেগুলিকে বিশ্লেষণ করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে এনায়েত উল্লাহে'র *'তকমিল-ই-আকবরনামা'* গ্রন্থটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। আবুল ফজলের আকস্মিক মৃত্যুর ফলে *'আকবরনামা'* গ্রন্থে ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইতিহাস সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এই গ্রন্থের পরিপূরক হিসেবে এনায়েত উল্লাহ তাঁর গ্রন্থটি লেখেন। এতে ১৬০২ থেকে আকবরের মৃত্যু (১৬০৫ খ্রীঃ) পর্যন্ত ইতিহাস স্থান পেয়েছে। তবে ইতিহাস গ্রন্থ হিসেবে এটি ত্রুটিপূর্ণ ও দুর্বল।

আবুল ফজলের অপর দুটি গ্রন্থ হল *'রোকায়ৎ-ই-আবুল ফজল'* এবং *'ইনসা-ই-আবুল ফজল'*। গ্রন্থ দুটি সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্রের এক অনবদ্য সংকলন। প্রথম গ্রন্থে স্থান পেয়েছে বিভিন্ন রাজপুরুষ ও মহিলাদের কাছে লিখিত আবুল ফজলের পত্রগুলি। দ্বিতীয় গ্রন্থটি আবার দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথমাংশে রয়েছে সম্রাট আকবর লিখিত রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ পত্রসমূহ। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পারস্যের *শাহ আব্বাস, তুরানের আবদুল্লা উজবেগ,* আহম্মদনগরের *বুরহান-উল্-মুল্ক* এবং প্রভাবশালী অভিজাতবর্গ *আবুদর রহিম খান, আজিজ কোকা, আজম মীর্জা* প্রমুখকে লেখা পত্রগুলি। ইউরোপ ও আরবদেশের পণ্ডিত ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের কাছে প্রেরিত সম্রাটের পত্রগুলিও এখানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে আবুল ফজলের অবশিষ্ট পত্রগুলি সংকলিত হয়েছে। এইসব পত্রাবলী আকবরের রাজত্বকালের ঘটনাবলী, নীতি ও আদর্শের ওপর আলোকপাত করেছে। এগুলির ইতিহাসমূল্য যথেষ্ট।

এই যুগের অপর প্রখ্যাত ইতিহাস-গ্রন্থকার হিসেবে *খাজা নিজামউদ্দিন আহ্মদের* নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। মুঘল দরবারের প্রভাবশালী অভিজাত নিজামউদ্দিন ছিলেন আকবরের *'মীরবকসি'*। দুই ভিন্ন মেরুর মানুষ আবুল ফজল ও বদাউনির সাথে ছিল তাঁর গভীর সখ্যতা। নিজামউদ্দিনের ইতিহাসমূলক প্রখ্যাত গ্রন্থ হল *'তাবাকত্-ই-আকবরী'*। গ্রন্থটি তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে তিনি ভারতে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা থেকে দিল্লীর সুলতানি আমলের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করেছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচিত হয়েছে বাবর, হুমায়ুন ও বিশেষভাবে আকবরের রাজত্বকালের কাহিনী। তৃতীয় খণ্ডটি গুজরাটসহ বিভিন্ন প্রদেশের বিস্তারিত বিবরণে ভরা। তবে একান্ত সম্রাটের অনুগত হিসেবে লেখক বইটিতে ব্যক্তিগত মতামত দেননি বা আকবরের ধর্মভাবনা সম্পর্কেও আলোকপাত করেননি। লেখক শুধুমাত্র ঘটনাবলীর নীরস বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। ব্যক্তিগত বিশ্লেষণ দ্বারা তিনি ঘটনাবলীর কারণ বা পরিণতি ব্যাখ্যা করেননি। তাই *স্মিথ* (V. Smith) মন্তব্য করেছেন : *"The book is dry, colourless chronicles of external events. It completely ignores Akbar's religious vagaries and seldom or never attempts to offer reflection or criticism of the events and action recorded."*

মুঘলযুগের ইতিহাস-সাহিত্য হিসেবে বদাউনির রচনা একটি স্বতন্ত্র গুরুত্বের অধিকারী। তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস-গ্রন্থ *'তারিখ-ই-বদাউনি'* (বা মুন্তাখাব-উৎ-তওয়ারিখ) বহু সমালোচকের প্রশংসা লাভ করেছে। তিনখণ্ডে বিভক্ত এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে প্রথম দুই মুঘল বাদশার ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডটি আকবরের রাজত্বকালের (১৫৯৪ খ্রীঃ পর্যন্ত) ঘটনাবলীতে

পরিপূর্ণ। তৃতীয় খণ্ডে আলোচনা করা হয়েছে বিভিন্ন মুসলমান সন্ত ও পণ্ডিতের জীবনী, আদর্শ ও কার্যাবলী। এগুলির মধ্যে দ্বিতীয় খণ্ডটি বহুল আলোচিত। এই অংশ বদাউনি কঠোর ও স্পষ্ট ভাষায় আকবরের ধর্মনীতি ও ধর্মবিশ্বাসের সমালোচনা করেছেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, গোঁড়া সুন্নী মুসলমান বদাউনি আকবরের ধর্মীয় উদারতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। ঐতিহাসিক *স্মিথ, ব্রখম্যান* প্রমুখ বদাউনির ব্যাখ্যাকে আকবরের ধর্মনীতির ওপর *আবুল ফজল* প্রমুখ সংশোধনবাদীদের প্রভাবের একটি নিয়ন্ত্রক বলে মন্তব্য করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আকবরের মৃত্যুর পর এই খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল।

(11) আকবরের রাজত্বের দ্বিতীয় ভাগ ও জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথমদিকের ইতিহাস-গ্রন্থ হিসেবে আব্দুল হক রচিত *'তারিখ-ই-হকি'*, নূর-উল্-হক রচিত *'জাবদাত-উৎ-তওয়ারিখ'*, মহম্মদ কাসিম রচিত *'তারিখ-ই-ফিরিস্তা'* (বা 'গুলশান-ই-ইব্রাহিমী') প্রভৃতি গ্রন্থের নাম উল্লেখযোগ্য। ফৈজী সিরহিন্দী রচিত *'তারিখ-ই-হুমায়ুনশাহী'* এবং *'আকবরনামা'* গ্রন্থ দুটি থেকে ঐ দুই মুঘল শাসকের বহু তথ্য পাওয়া যায়। আকবর কর্তৃক অসিরগড় দুর্গ দখলের বিস্তারিত বিবরণ হিসেবে *'আকবরনামা'* গ্রন্থটি খুবই মূল্যবান। মীর্জা আলাউদ্দৌলা কাজভিনী রচিত *'নাফাইস-উল্-মাসির'* (১৫৭৫ খ্রীঃ) গ্রন্থ থেকে আকবরের সমকালীন ফার্সী কবিদের বিস্তারিত ইতিহাস জানা যায়। এছাড়া আকবরের উৎসাহে আব্বাস সরওয়ানি শেরশাহের রাজত্বকাল সম্পর্কে একটি গ্রন্থ লেখেন (১৫৮৭ খ্রীঃ)। *'তারিখ-ই-শেরশাহী'* (বা 'তোফা-ই-আকবরশাহী') নামক এই গ্রন্থটি শেরশাহের রাজত্বকালের ইতিহাসের এক মূল্যবান উপাদান। সমকালীন আরো কয়েকটি ইতিহাসমূলক গ্রন্থ হিসেবে মহম্মদ আমিন রচিত *'আসফল-ই-আকবর'*, আব্দুর কাদির রচিত *'আসুর-উস্-সফির'* এবং *'রওজাত-উৎ-তাহিরিন'*, আব্দুল লতিফ রচিত *'মুন্তাখাব-উৎ-তওয়ারিখ'*, আসাদ বেগ রচিত *'হালাত-ই-আসাদ বেগ'* প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত গ্রন্থটিতে আবুল ফজলকে হত্যার ষড়যন্ত্র এবং সেলিমের পরিবর্তে খসরুকে মসনদে বসানোর ষড়যন্ত্রের বিস্তৃত বিবরণ পরিবেশিত হয়েছে।

(12) পিতার মত প্রতিভাবান না হলেও শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রতি জাহাঙ্গীরের গভীর অনুরাগ ছিল। *মৌলানা মির মুহাদ্দী, মীর্জা আব্দুর রহিম* প্রমুখ পণ্ডিতদের অধীনে তিনি বিদ্যাচর্চা করেন। ফারসী ভাষায় তাঁর জ্ঞান ছিল বেশ গভীর, তুর্কী ভাষাও তাঁর আয়ত্তাধীন ছিল। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালেও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস-সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় স্বয়ং সম্রাট রচিত জীবনীগ্রন্থ *'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী'*র নাম। জাহাঙ্গীর নিজে তাঁর রাজত্বের প্রথম সতের বছরের বিবরণ লিখেছেন। তাঁর নির্দেশে শেষ দু'বছরের ইতিহাস লিখেছেন *মুতাজিদ খান*। ইতিহাসের উপাদান হিসেবে এই গ্রন্থের মূল্য অপরিসীম। তাই ঐতিহাসিক *এ. এল. শ্রীবাস্তব* বলেছেন ঃ *"It is the foremost authority of Jahangir's personality and character and the events of his reign.....Niverthless no student of history of the period can do without the 'Tujuk-i-Jahangiri"* ব্যক্তিগত দু-একটি ত্রুটি বা দুর্বলতা গোপন করলেও, এই গ্রন্থে জাহাঙ্গীরের আত্মসমালোচনার প্রবণতা স্পষ্ট। তাই *ঈশ্বরীপ্রসাদ* বলেছেন ঃ *"His autobiography ranks second to that of Babar in frankness, sincerity and freshness and charm of style."* জাহাঙ্গীরের আমলে রচিত

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস-সাহিত্য হল মুতামিদ খাঁর *'ইকবালনামা'*। লেখক ছিলেন জাহাঙ্গীরের আমলের একজন উচ্চপদস্থ রাজ-কর্মচারী। সেই সূত্রে অতীত ও বর্তমানের বিভিন্ন সরকারি কাজের বা কাগজপত্রের সাথে তাঁর পরিচিতির সুযোগ ছিল। গ্রন্থটি তিন খণ্ডে লিখিত। প্রথম খণ্ডে সূচনাকাল থেকে হুমায়ুনের আমল পর্যন্ত মুঘল ইতিহাস স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে আকবর এবং তৃতীয় খণ্ডে জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষ অংশ পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া মহম্মদ হাজি রচিত *'ওয়াকিয়াত-ই-জাহাঙ্গীরী'*। গৈরাত খাঁ রচিত *'মাসির-ই-জাহাঙ্গীরী'*, জনৈক অজ্ঞাতপরিচয় লেখকের *'ইন্তিখাব-ই-জাহাঙ্গীর শাহ'* প্রভৃতি গ্রন্থ থেকেও তাঁর রাজত্বকালের নানা ঘটনা জানা যায়।

শাহজাহানের রাজত্বকালে ইতিহাসমূলক সাহিত্য যেমন প্রচুর লেখা হয়েছিল, তেমনি তাদের নামকরণের মিলটাও অদ্ভুতভাবে লক্ষণীয়। তখন *'পাদশাহ-নামা'* নামের তিনটি বই লেখা হয়েছিল। কম বেশি তিনটি গ্রন্থই ইতিহাসের উপাদান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থের নাম *'পাদশা-নামা'*। দুই খণ্ডে লিখিত এই গ্রন্থে শাহজাহানের জীবনের প্রাক্-সম্রাটপর্ব এবং সম্রাট হিসেবে প্রথম কুড়ি বছরের কাহিনী লেখা হয়েছে। লাহোরীর প্রিয় ছাত্র *মহম্মদ ওয়ারিশ* একই নামে আর একটি পুস্তক রচনা করেন। এতে শাহজাহানের রাজত্বকালের ত্রিশ বছরের বিবরণ আছে। অবশ্য প্রথম কুড়ি বছরের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ওয়ারিশ তাঁর শিক্ষক লাহোরীর গ্রন্থের পূর্ণ সাহায্য নিয়েছেন, তবে শেষ দশ বছরের রচনায় ওয়ারিশের নিজ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। *'পাদশাহ-নামা'* শীর্ষক তৃতীয় গ্রন্থটি লেখেন *মহম্মদ আমিন কাজভিনী*। এবং এটিই সর্বপ্রথম রচিত হয় (১৬৩৬ খ্রীঃ)। সম্রাট শাহজাহানের নির্দেশে লিখিত এই গ্রন্থে তাঁর রাজত্বকালের দশ বছরের বিস্তারিত ও ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায়। শাহজাহানের আমলে লিখিত অপর দুটি প্রখ্যাত ইতিহাসগ্রন্থ হল এনায়েত খাঁ রচিত *'শাহজাহান-নামা'* এবং মহম্মদ শালি রচিত *'আমল-ই-শালি'*। প্রথম গ্রন্থটির বিবরণ ঔরঙ্গজেব কর্তৃক আগ্রা দুর্গ অবরোধ পর্যন্ত বিস্তৃত। দ্বিতীয় গ্রন্থটি শাহজাহানের মৃত্যুকাল পর্যন্ত প্রসারিত। রাজনৈতিক ঘটনাবলী ছাড়াও এই গ্রন্থে সমসাময়িক জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি, যুবরাজ, অভিজাত এবং সেনানায়কদের বিস্তারিত বিবরণ আলোচিত হয়েছে। 'শাহজাহান-নামা' শীর্ষক আরও একটি গ্রন্থ লেখেন *মহম্মদ সাদিক্ খাঁ* নামক শাহজাহানের জনৈক কর্মচারী। এতে শাহজাহানের আমলের এবং তাঁর বন্দী অবস্থার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়া যায়।

ঔরঙ্গজেবের আমলে ইতিহাসমূলক সাহিত্যরচনার কাজ ছিল কিছুটা জটিল। কারণ সম্রাট নীতিগতভাবে কবিতা বা ইতিহাস লেখা পছন্দ করতেন না। এমনকি রাজত্বের একবিংশ বছরে তিনি সরকারি নির্দেশ দ্বারা ইতিহাস-গ্রন্থ লেখা নিষিদ্ধও করে দেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁর রাজত্বকালে এবং রাজত্বকাল সম্পর্কে একাধিক মূল্যবান ইতিহাসমূলক সাহিত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এগুলি রচিত হয়েছিল হয় গোপনে কিংবা নিষিদ্ধকরণ আইন জারি হওয়ার পূর্বে। মীর্জা কাজিম রচিত 'আলমগীর-নামা' সেকালের প্রধান ইতিহাসমূলক সাহিত্য হিসেবে চিহ্নিত। সরকারি নথিপত্রের ভিত্তিতে রচিত এই গ্রন্থ থেকে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রথম দশ বছরের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস জানা যায়। এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ আর একটি গ্রন্থ হল কাফী খাঁন (মহম্মদ হাশিম)-এর *'মুন্তাখাব-উল্-লুবাব'*। সরকারি বিধিনিষেধের কারণে তিনি একটি গোপনে রচনা করেন। এতে

সামগ্রিকভাবে তৈমুরবংশের শাসনাধীন ভারতের ইতিহাস এবং বিশেষভাবে ঔরঙ্গজেবের আমলের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। সরকারি নথিপত্রের ভিত্তিতে মহম্মদ শাকী খাঁ রচিত *'মসীর-ই-আলমগারী'* গ্রন্থটিও সেকালের নির্ভরযোগ্য পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস হিসেবে বিবেচিত হয়। একই ধরনের আর একটি গ্রন্থ হল আকিল খাঁ রচিত *'হালাত-ই-আলমগীরী'*।

(15) সাধারণ রাজনৈতিক ইতিহাস-সাহিত্য রচনার পাশাপাশি সমগ্র মুঘল আমল জুড়েই আঞ্চলিক ইতিহাস-সাহিত্য রচনার কাজ অব্যাহত ছিল। লেখকেরা কখনো কখনো বিশেষ আঞ্চলিক ঘটনা, যুদ্ধ বা ব্যক্তি বিশেষের কৃতিত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে যে সকল তথ্য উল্লেখ করেছেন, তা সমকালীন মুঘল শাসনব্যবস্থার ওপরেও আলোকপাত করেছে। সলিমউল্লাহ রচিত *'তওয়ারিখ-ই-বাংলা'* থেকে মুর্শিদকুলির আমলে বাংলার ইতিহাস যেমন জানা যায়, তেমনি ঔরঙ্গজেবের সাথে বাংলার সম্পর্কের বিবরণও পাওয়া যায়। বাংলার ইতিহাস সম্পর্কিত আরো কয়েকটি গ্রন্থ হল মহম্মদ মাসুম রচিত *'তারিখ-ই-শাহসুজা'*, সিতাব খাঁ রচিত *'বাহরিস্তান-ই-খইবি'*, গুলাম হুসেন রচিত *'রিয়াজ-উস্-সালাতিন'* প্রভৃতি।

(16) আলি মহম্মদ রচিত *'মিরাট-ই-আর্মাদি'* এবং সিকন্দার মহম্মদ রচিত *'মিরাট-ই-সিকন্দারী'* (১৬১৩ খ্রীঃ) থেকে গুজরাটের বিস্তারিত বিবরণ জানা যায়। তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ প্রথম গ্রন্থের ইতিহাসমূল্য অপরিসীম। এছাড়া আলি মহম্মদের *'মিরাট-ই-আহমদী'*ও গুজরাটের তথ্যে সমৃদ্ধ। আঞ্চলিক ইতিহাসগ্রন্থের রচয়িতা হিসেবে ঔরঙ্গজেবের দুজন হিন্দু-কর্মচারী যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছেন। এঁরা হলেন *ভীমসেন* এবং *ঈশ্বর দাস*। ভীমসেন তাঁর কর্মজীবনে দাক্ষিণাত্যে অবস্থানকালে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে *'নুস্কা-ই-দিলখুশা'* রচনা করেন। এতে ঔরঙ্গজেবের আমলে দাক্ষিণাত্যে মুঘলদের কার্যকলাপ (১৬৭০-১৭০৭ খ্রীঃ) ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। রাজস্থানের ওপর এই দুই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ হল ঈশ্বরদাসের *'ফুতয়াত্-ই-আলমগীরী'*। একইভাবে সাহেবউদ্দিন আহমদ রচিত *'ফতেয়া-ই-আবারিয়া'* ও *'তারিখ-ই-আসাম'* গ্রন্থ থেকে আসাম ও কুচবিহার, মাসুমী রচিত *'তারিখ-ই-মাসুমী'* ও *'বাগলান-নামা'* গ্রন্থ থেকে সিন্ধুপ্রদেশ সম্পর্কে নানা তথ্য জানা যায়।

(16) বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার স্বাধীন সুলতানি এবং মুঘলদের সাথে তাদের সম্পর্কের বিবরণ-সমৃদ্ধ বেশ কিছু গ্রন্থ মুঘল আমলে প্রকাশিত হয়েছিল। বিজাপুরের ওপর এমনই কয়েকটি গ্রন্থ হল জওহর-বিন্-জওহর রচিত *'মহম্মদ-নামা'*, হবিবউল্লাহের *'তারিখ-ই-আদিলশাহী'* এবং মীর্জা রফি রচিত *'তাজকিরাত-উল্-মুল্ক'*। গোলকুণ্ডার কুতুবশাহী রাজবংশের ইতিহাস-সমৃদ্ধ গ্রন্থ হল সৈয়দ আলি রচিত *'বুরহান-ই-মাসির'* এবং হবিবউল্লাহ রচিত *'তারিখ-ই-কুতুবশাহী'*। কাশ্মীরের আঞ্চলিক ইতিহাসভিত্তিক উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হল মীর্জা হায়দারের *'তারিখ-ই-রশিদি'*, হায়দার মালিক-এর *'তারিখ-ই-কাশ্মীর'* এবং মহম্মদ আজমী রচিত *'তারিখ-ই-আজমী'*। কান্দাহারের বিরুদ্ধে মুঘলবাহিনীর অভিযান সম্পর্কিত একটি মূল্যবান ইতিহাস-গ্রন্থ হল বাদিউজ্জামানের *'লতিফ-উল-আখবর'*।

traditions.

Language and Literature

The important role of Persian and Sanskrit as vehicles of thought and government at the all-India level, and the development of regional languages, largely as a result of the growth of the Bhakti movement, have already been mentioned. Regional languages also developed due to the patronage extended to them by local and regional rulers.

These trennds continued during the sixteenth and seventeenth centuries. By the time of Akbar, knowledge of Persian had become so widespread in north India that he dispensed with the tradition of keeping revenue records in the local language (*Hindawi*) in addition to Persian. However, the tradition of keeping revenue records in the local language continued in the Deccani states till their extinction in the last quarter of the seventeenth century.

Persian prose and poetry reached a climax during Akbar's reign. Abul Fazl who was a great scholar and a stylist, as well as the leading historian of the age, set a style of prose-writing which was emulated for many generations. The leading poet of the age was his brother Faizi who also helped in Akbar's translation department. The translation of the *Mahabharata* was carried out under his supervision. Utbi and Naziri were the two other leading Persian poets. Though born in Persia, they were among the many poets and scholars who migrated from Iran to India during the period and made the Mughal court one of the cultural centres of the Islamic world. Hindus also contributed to the growth of Persian literature. Apart from literary and historical works a number of famous dictionaries of the Persian language were also compiled during the period.

Large number of works continued to be written in Sanskrit. The ancient Indian tradition of philosophy, logic and aesthetics continued to grow, reaching a climax in the seventeenth century.

It was reflected in Sanskrit writing which took place at various parts of the country, specially at Varanasi where scholars tended to congregate, the main figure among them being Mahadeva Puntambekar of Maharashtra.

Regional languages acquired stability and maturity and some of the finest lyrical poetry was produced during this period. The dalliance of Krishna with Radha and the milkmaids, pranks of the child Krishna and stories from the *Bhagwat Puran* figure largely in lyrical poetry in Bengali, Oriya, Hindi, Rajasthani and Gujarati during this period. Many devotional hymns to Rama were also composed and the *Ramayana* and the *Mahabharata* translated into the regional languages, especially if they had not been translated earlier. A few translations and adaptations from Persian were also made. Both Hindus and Muslims contributed in this. Thus, Alaol composed in Bengali and also translated from Persian. In Hindi, *Padmavat*, the story written by the Sufi saint, Malik Muhammad Jaisi, used the attack of Alauddin Khalji on Chittor as an allegory to expound Sufi ideas on the relations of soul with God, along with Hindu ideas about *maya*.

Medieval Hindi in the Brij form, that is the dialect spoken in the neighbourhood of Agra, was also patronised by the Mughal emperors and Hindu rulers. From the time of Akbar, Hindi poets began to be attached to the Mughal court. A leading Mughal noble, Abdur Rahim Khan-i-Khanan, produced a fine blend of Bhakti poetry with Persian ideas of life and human relations. Thus, the Persian and the Hindi literary traditions began to influence each other. But the most influential Hindi poet was Tulsidas whose hero was Rama and who used a dialect of Hindi spoken in the eastern parts of Uttar Pradesh. Tulsi was essentially a humanistic poet who upheld family ideals and complete devotion to Rama as a way of salvation open to all, irrespective of caste.

In south India, Malayalam started its literary career as a separate language in its own right. Marathi reached its apogee at the hands of Eknath and Tukaram. Asserting the importance of Marathi, Eknath exclaims: "If Sanskrit was made by God, was Prakrit born of thieves and knaves? Let these errings of vanity alone. God is no partisan of tongues. To Him Prakrit and Sanskrit are alike. My language Marathi is worthy of expressing the highest sentiments and is rich, laden with the fruits of divine knowledge."

This undoubtedly expresses the sentiments of all those writings in local languages. It also shows the confidence and the status acquired by these languages. Due to the writings of the Sikh Gurus, Punjabi received a new life.

Another development during the eighteenth century was Urdu. Urdu, often called Rekhta, had developed in the Deccan, but can be found at the Mughal court during the second half of the seventeenth century. Thus, the satirical poet, Jafar Zatalli, wrote during the reign of Aurangzeb, Dwelling on the hardship of the nobles exiled to the Deccan, and the loneliness of their family members in the north, he lampooned Aurangzeb for the prevailing lawlessness all around by saying: "Darkness under the arse of the giant."

Urdu acquired a definite form, content and style with the arrival of Wali Dakhani at Delhi in 1721. But the poets who raised Urdu to a status equal with Persian were, Mir, Dard and Sauda (1713-1781). Urdu became a literary language for the city elites, and both Muslims and Hindus contributed to its growth. The strains of mysticism, humanism and liberalism characterized Urdu poetry of the times.